

প্রযুক্তি বিদ্যা

মার্চ - ২০২২



কিছু কথা...

[TechEdu360](#) থেকে প্রকাশিত মাসিক ই-ম্যাগাজিন “প্রযুক্তিবিদ্যা” মূলত [Owlpro](#) কোম্পানির একটি প্রকল্প যার সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপনায় [Owlspro](#) টিম নিয়জিত।

যখন কেউ কোনো ঘটনা সম্পর্কে জানার অথবা বুঝার চেষ্টা করে তখন তাকে তারিখ এবং স্থান এত বেশি শুনতে হয় যে পরবর্তীতে সে উক্ত ঘটনা বা ইতিহাসটি জানার উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। মূলত [TechEdu360](#) টিমের প্রধান উদ্দেশ্য হলো ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে সহজভাবে প্রদর্শন করা, যাতে বাংলাভাষী মানুষের কাছে যেকোনো তথ্য জানার ইচ্ছা আরও বৃদ্ধি হয়।

যদি আপনি একজন ভাল লেখক হোন অথবা ইতিহাসবিদ বা ভাষাবিদ হোন তাহলে আপনার লেখা অন্তত একটি পাণ্ডুলিপি আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন আমাদের ই-মেইলে। (projuktibidda@techedu360.com). আমরা অবশ্যই আপনার পাণ্ডুলিপি আমাদের মাসিক ই-ম্যাগাজিন “প্রযুক্তিবিদ্যা” তুলে ধরার সম্পূর্ণ চেষ্টা করবো।

“প্রযুক্তিবিদ্যা” হলো প্রযুক্তি ও শিক্ষা ভিত্তিক একটি ই-ম্যাগাজিন। ডিজিটাল দুনিয়ার সাথে তাল মিলিয়ে আমরাও হয়ে উঠেছি ডিজিটাল আর তাই ম্যাগাজিনকে নিয়ে এসেছি আপনার পকেটের মধ্যে।

আমাদের এই ই-ম্যাগাজিনটি আপনি যত ইচ্ছা ততবার ডাউনলোড করতে পারবেন এবং পৃথিবীর যে কোন জায়গা থেকে পড়তে পারবেন, তাছাড়া আমাদের ম্যাগাজিনটি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে।

Powered by:



এইবারের সংখ্যায় যা যা থাকছে.....

প্রযুক্তি ও বিজ্ঞান

- এক বইতে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের গল্প..... ০১
- ডিজিটাল-ওটিটি মাধ্যমের খসড়া প্রত্যাহারে ৪৫ আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি... ০৩
- জিমেইলে সই করবেন যেভাবে..... ০৫
- যে কৌশলে রুশ সেনাদের প্রতিহত করতে চায় ইউক্রেন..... ০৭
- বিনা মূল্যে অনলাইন দোকান খোলার সুযোগ..... ১২

শিক্ষা

- দুই ডোজ টিকা পায়নি মাধ্যমিকের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী..... ১৪
- প্রাথমিকের ক্লাস চলবে ২০ রমজান পর্যন্ত..... ১৬
- কলেজ শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদের নির্দেশ..... ১৭
- ৩০তম বিসিএস শিক্ষা ফোরামের সভাপতি হাবিবুর সম্পাদক কাওছার..... ১৮
- এমপিওভুক্তির জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ..... ২০
- দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল **CBSE**..... ২২
- মাধ্যমিকের সময় ইন্টারনেট বন্ধে জনস্বার্থ মামলা..... ২৩
- বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়োগ, তদন্ত করবে ইউজিসি..... ২৫
- উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের তথ্য চেয়েছে মাউশি..... ২৮

ব্যবসা-বাণিজ্য

- তেলে আগুন, বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজও..... ৩১
- রাশিয়ায় ভিসা, মাস্টারকার্ডের কার্যক্রম স্থগিত..... ৩৩
- ৮ মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ৩.২৫ বিলিয়ন ডলার..... ৩৪
- রুশ মুদ্রা রুবলের রেকর্ড দরপতন..... ৩৫



এক বইতে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের গল্প

বইয়ের পাতায় বাংলাদেশের অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের গল্প তুলে ধরেছেন এশিয়ান-ওশেনিয়ান কম্পিউটিং ইন্ডাস্ট্রি অর্গানাইজেশনের (অ্যাসোসিও) সাবেক সভাপতি আবদুল্লাহ এইচ কাফি। গতকাল ৭ মার্চ রাজধানীর একটি হোটেলে তাঁর লেখা ‘আবর্ত: এনালগ থেকে ডিজিটাল বাংলাদেশ ও আমরা’ বইটির মোড়ক উন্মোচন করা হয়। আইসিটি পাইওনিয়ার ক্লাব আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে ‘ডিজিটাল বিপ্লব ও বাংলাদেশ’ শীর্ষক আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ডাক ও টেলিযোগাযোগমন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেন, ‘ডিজিটাইজেশন যে একটি দেশের

অভাবনীয় রূপান্তর ঘটাতে পারে, বাংলাদেশ তার প্রমাণ। অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল রূপান্তরের এই যাত্রা খুব সহজ ছিল না। ১৯৯৬ সালের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে কম্পিউটার এবং মুঠোফোন সাধারণ মানুষের কাছে সহজলভ্য হয় এবং এরই ধারাবাহিকতায় ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের ভিত্তি স্থাপিত হয়। অ্যানালগ যুগ থেকে ডিজিটাল যুগে উত্তরণের এই বিপ্লব এগিয়ে নিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতি।’ আবদুল্লাহ এইচ কাফির বইটিকে দেশের ডিজিটাল শিল্পবিপ্লবের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ রেফারেন্স হিসেবে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, ‘বর্তমান প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা বইটির মাধ্যমে দেশের কম্পিউটারবিপ্লব

সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবে এবং নিজেদের তৈরি করার জন্য অনুপ্রাণিত হবে।’

আবদুল্লাহ এইচ কাফি জানান, অসংখ্য বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে হাতে গোনা কয়েকজন মানুষ দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতের বিকাশের ভিত গড়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতকে এক অসাধারণ উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। আজকের বাংলাদেশ ডিজিটাল প্রযুক্তি খাতে এই জায়গায় উপনীত হবে, তা আমরা তরুণ বয়সে কল্পনাও করতে পারতাম না। বইটিতে এ দেশে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিকাশের নায়কদের কথাই তুলে ধরা হয়েছে।

১৯৮০ সালে কম্পিউটার প্রশিক্ষক হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন আবদুল্লাহ এইচ কাফি। পরে জাপানের প্রযুক্তি পণ্য নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ক্যাননের পরিবেশক হিসেবে ব্যবসা শুরু করেন।

অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের (বিটিআরসি) চেয়ারম্যান শ্যামসুন্দর সিকদার, বাংলাদেশ কম্পিউটার সমিতির সাবেক সভাপতি এস এম কামাল, বেসিসের সাবেক সভাপতি এ তৌহিদ, একাত্তর টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক মোজাম্মেল বাবু, প্রথম আলোর যুব উন্নয়ন কর্মসূচির সমন্বয়কারী মুনির হাসান ও প্রথম আলোর হেড অব নিউ ইনিসিয়েটিভ পল্লব মোহাইমেন।



সোশ্যাল-ডিজিটাল-ওটিটি মাধ্যমের খসড়া প্রত্যাহারে ৪৫ আন্তর্জাতিক সংস্থার চিঠি

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশনের (বিটিআরসি) প্রস্তাবিত ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওটিটি প্ল্যাটফর্ম নিয়ন্ত্রণে খসড়া প্রবিধানমালাটি মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা ও গোপনীয়তাকে বিপন্ন করবে। এটি প্রত্যাহার ও পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে বিটিআরসিকে চিঠি দিয়েছে ৪৫ আন্তর্জাতিক সংস্থা। গতকাল সোমবার আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচের ওয়েবসাইটে চিঠিটি প্রকাশ করা হয়।

চিঠিতে বলা হয়েছে, প্রবিধানটি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের এনক্রিপশনকে দুর্বল ও অনলাইন নিরাপত্তাকে দুর্বল করবে। এ ছাড়া এটির প্রয়োগ মানবাধিকারের ওপর

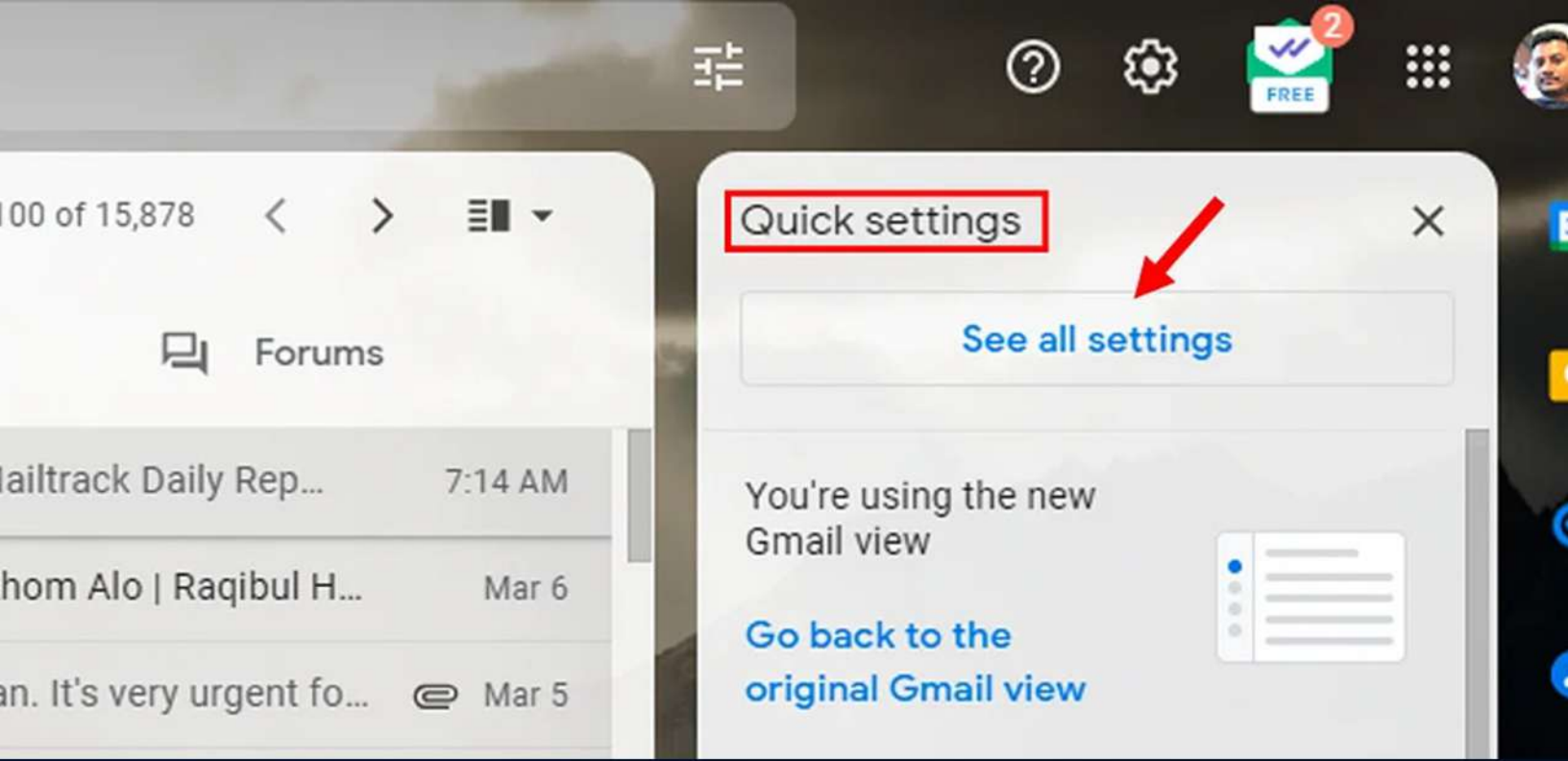
ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে। এ ছাড়া সাংবাদিক, ভিন্নমতাবলম্বী, মানবাধিকারকর্মী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে আরও বেশি ঝুঁকিতে ফেলবে।

এই প্রবিধানগুলোর মাধ্যমে বিচার বিভাগীয় তত্ত্বাবধান, স্পষ্টতা, পূর্বাভাসযোগ্যতা ও মানবাধিকার রক্ষায় যথাযথ প্রক্রিয়ার অনুসরণ ছাড়াই একটি কাঠামো বাস্তবায়ন হবে। প্রবিধানগুলো মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণা, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের আন্তর্জাতিক চুক্তিসহ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার কাঠামোর সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ। ভারতে তথ্যপ্রযুক্তি বিধিমালা-২০২১ সমস্যাযুক্ত উল্লেখ করে সংস্থাগুলো তাদের চিঠিতে বলেছে, বিটিআরসির এ খসড়া

ভারতের অনেকগুলো বিধানকেই প্রতিফলিত করে। ভারতীয় বিধিগুলো গণতন্ত্রকে আঘাত করে এবং তা অনুকরণ করা উচিত নয়। বিটিআরসিকে খসড়া প্রবিধানটি প্রত্যাহার ও পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়ে চিঠিতে বলা হয়, এটি ডিজিটাল নিরাপত্তাকে নষ্ট করবে এবং মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে ঝুঁকির মধ্যে ফেলবে।

মানবাধিকার রক্ষা এবং বিনা মূল্যে উন্মুক্ত ও নিরাপদ ইন্টারনেট-সুবিধা দিতে খসড়াটি প্রত্যাহার করা এবং পুনর্বিবেচনা করা অপরিহার্য। খসড়া তৈরির আগে অংশীজনদের সঙ্গে গভীর আলোচনার পরামর্শ দিয়ে সংস্থাগুলো বলেছে, এমন কিছু যেন না হয়, যা গণতন্ত্রকে প্রভাবিত করে এবং জনগণের অধিকার ও মানুষের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ করে।

চিঠি দেওয়া জোটভুক্ত সংগঠনগুলো হচ্ছে অ্যাক্সেস নাও, আর্টিক্যাল ১৯, এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ফোরাম-এশিয়া), অ্যাসোসিয়েশন ফর প্রগ্রেসিভ কমিউনিকেশনস (এপিসি), বিজনেস অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস রিসোর্স সেন্টার, সিসিএওআই, সেন্টার ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড টেকনোলজি, সেন্টার ফর মিডিয়া রিসার্চ (সিএমআর-নেপাল), কোলাবরেশন অন ইন্টারন্যাশনাল আইসিটি পলিসি ফর ইস্ট অ্যান্ড সাউদার্ন আফ্রিকা, কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্ট, ডিজিটাল ডেমোক্রেটিক কোলাবরেশন, ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া, ইলেকট্রনিক ফ্রন্টিয়ার ফাউন্ডেশন, এনক্রিপ্ট উগান্ডা, গ্লোবাল পার্টনারস ডিজিটাল, গ্লোবাল ভয়েসেস, হিউম্যান রাইটস ওয়াচ, ইনোভেশন সলিউশন ল্যাব, ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ান মুসলিম, ইন্টারনেট ফ্রিডম ফাউন্ডেশন ইন্ডিয়া, ইন্টারনেট সোসাইটি, ইন্টারনেট সোসাইটি কাতালান চ্যাপ্টার, ইন্টারনেট সোসাইটি দিল্লি চ্যাপ্টার, ইন্টারনেট সোসাইটি হায়দরাবাদ চ্যাপ্টার, ইন্টারনেট সোসাইটি ভেনেজুয়েলা চ্যাপ্টার, ইন্টারনেট সোসাইটি কেনিয়া চ্যাপ্টার, ইন্টারপিয়ার প্রকল্প, কপিল গোয়াল (ব্যক্তি), কেআইসিটিনেট, কিজিজি ইয়েতু, লাস্ট মাইল ফোরডি, মনুষ্য ফাউন্ডেশন, জাতীয় দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ ও মানবকল্যাণ সংস্থা ভারত, ওপেনমিডিয়া, ওপেন নলেজ ফাউন্ডেশন, অর্গানাইজেশন অব দ্য জাস্টিস ক্যাম্পেইন, পেন আমেরিকা, র‍্যাংকিং ডিজিটাল রাইটস, এসএফএলসি ডট আইএন, সিম্পলি সিকিউর, টেক ফর গুড এশিয়া, দ্য টর প্রকল্প, উবুন্টিম, ভল্টড্রি ও উইকিমিডিয়া ফাউন্ডেশন।



জি-মেইলে সই করবেন যেভাবে!!

ই-মেইলের শেষে আপনার নাম, পদবি বা সংক্ষিপ্ত পরিচয় লেখার পাশাপাশি সই বা স্বাক্ষরও যোগ করা যায়। এটি একবার নির্ধারণ করে দিলে আপনি যতবার ই-মেইল পাঠাবেন, ততবারই স্বয়ংক্রিয়ভাবে সই যুক্ত হয়ে যাবে।

ই-মেইলের শেষে স্বয়ংক্রিয় সই করতে হলে জি-মেইলে অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে ডানদিকে ওপরের সেটিংসে (গিয়ার আইকন) ক্লিক করতে হবে। এবার কুইক সেটিংস অপশন চালু হলে See all settings লিংকে ক্লিক করে General ট্যাবের নিচের দিকে Signature সেকশন পাওয়া যাবে। এখানে Create new বাটনে ক্লিক করুন। Name new

signature-এর ঘরে সইয়ের একটা নাম দিন, যাতে পরবর্তী সময়ে এসে খুঁজে পেতে সহজ হয়। এবার এর পাশের টেক্সটবক্সে আপনার নাম, পরিচয় বা ঠিকানা যুক্ত করতে পারেন। চাইলে লেখাকে বোল্ড, ইটালিক বা আন্ডারলাইনও করা যাবে। এমনকি টেক্সটের সঙ্গে যেকোনো ওয়েবসাইটের লিংক বা ছবিও যুক্ত করা যাবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য লিখে নিচে থাকা Signature defaults-এর নিচে FOR NEW EMAILS USE ড্রপডাউনে দিয়ে আপনার তৈরি সিগনেচারকে চিনিয়ে দিতে হবে। এ জন্য আগে থেকে আপনার তৈরি করা সই নির্বাচন করে দিন। মাউস স্ক্রল করে নিচে এসে Save Changes

বাটনে ক্লিক করুন, তাহলে প্রতিবার পাঠানো ই-মেইলের শেষে আপনার নিজস্ব সিগনেচার যোগ হয়ে যাবে।

জি-মেইল একেক যন্ত্রের জন্য আলাদা করে সই যোগ করতে হয়। তাই মুঠোফোনে থেকে পাঠানো ই-মেইলের জন্য জি-মেইল অ্যাপের মাধ্যমে আলাদা করে সই যোগ করতে হবে।



যে কৌশলে রুশ সেনাদের প্রতিহত করতে চায় ইউক্রেন

ভোরের আলো তখনো ফোটেনি। অথচ গুগল ম্যাপসে দেখাচ্ছে, রাশিয়ার বেলগোরোদ থেকে ইউক্রেন সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ যানজট। ক্ষণ বিবেচনায় ব্যাপারটা অস্বাভাবিক তো বটেই। তবু যা বোঝার, তা বুঝে গেলেন ড. জেফরি লুইস। টুইটারে লিখলেন, ‘সামওয়ানস অন দ্য মুভ।’ রুশ সেনাবহর যে এগোতে শুরু করেছে, সে ইঙ্গিতই দেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার মিডলবারি ইনস্টিটিউট অব ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অধ্যাপক জেফরি। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের ঘটনাটি ২৪ ফেব্রুয়ারি স্থানীয় সময় ভোর সোয়া তিনটার দিকে অনুমান করেন তিনি। পুরোপুরি নিশ্চিত না হলেও

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে নেন। কারণ, বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান কাপেলা স্পেসের পাঠানো রডার ছবিতে ঠিক ওই জায়গায় এর আগে তিনি রুশ সেনাদের তাঁবু দেখেছিলেন।

জেফরির সে অনুমানের ঘণ্টা কয়েক পর যুদ্ধের ঘোষণা দেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এরপর নানা দিক থেকে বিস্তারণে কেপে ওঠে ইউক্রেন।

ইউক্রেন ও রাশিয়ার বিবাদ নতুন নয়। ২০১৪ সালে যেমন ক্রিমিয়া দখল করে নিয়েছিল রুশ সেনাবাহিনী। তবে সেবার কৃত্রিম উপগ্রহ বা স্যাটেলাইটের বহুল ব্যবহারের খবর মেলেনি, যেমনটা এখন দেখা যাচ্ছে।

ইউক্রেনে এবারের রুশ হামলার সবচেয়ে আইকনিক ছবিটিও বোধ হয় উপগ্রহ থেকেই তোলা। দীর্ঘ রুশ সেনাবহরের বহুল প্রচারিত সে ছবি ম্যাক্সার টেকনোলজিসের। আবার ব্ল্যাকস্কাই নামের আরেক মার্কিন প্রতিষ্ঠানের উপগ্রহচিত্রও সংবাদমাধ্যমে বেশ দেখা যায়।

যুদ্ধে উপগ্রহচিত্র ব্যবহারের সমস্যা যেখানে:

স্যাটেলাইট থেকে তোলা রুশ সেনাবহরের গতিবিধির ছবি সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ তো হচ্ছেই, যুদ্ধের কৌশল নির্ধারণে সে ছবি ব্যবহার করছে ইউক্রেনের সরকারও। তবে ম্যাক্সার কিংবা ব্ল্যাকস্কাইয়ের মতো বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর সরবরাহকৃত স্যাটেলাইট চিত্র রুশ বাহিনীকে প্রতিহত করতে কাজে আসছে না। এর প্রথম কারণ, ছবিগুলো তাৎক্ষণিক (রিয়াল টাইম) নয়। চাইলেই পৃথিবীর নির্দিষ্ট জায়গার ঠিক এ মুহূর্তের স্যাটেলাইট ছবি পাওয়া যাচ্ছে না।

দ্বিতীয় কারণটা হলো, বছরের এ সময়ে ইউক্রেনের আকাশ সচরাচর মেঘাচ্ছন্ন থাকে। আর বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রচলিত স্যাটেলাইট দৃশ্যমান চিত্রের পাশাপাশি বড়জোর ইনফ্রারেড-চিত্র ধারণ করে পাঠাতে পারে। এর মানে আকাশ মেঘে ঢাকা থাকলে কিংবা রাতের অন্ধকারে তোলা ছবি তেমন কাজে আসবে না। সে কথাই ইউক্রেণীয় উদ্যোক্তা ম্যাক্স পলিয়াকোভ বারবার বলছেন। তাঁর ভাষায়, রুশ আক্রমণ ঠেকাতে হলে উপগ্রহচিত্র তাৎক্ষণিক ও বিনা মূল্যে দরকার। এরপর নিজের প্রতিষ্ঠান ইওএস ডেটা অ্যানালিটিকসের মাধ্যমে সে চিত্র বিশ্লেষণ করে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়কে দেবেন তিনি।

২৮ ফেব্রুয়ারি সংবাদকর্মীদের পলিয়াকোভ বলেন, ‘আমাদের যথেষ্ট যোদ্ধা আছে...আমাদের সীমানার মধ্যে থাকা রুশ সেনাদের প্রতিহত করার মতো যথেষ্ট সক্ষমতা আছে। আমরা কেবল জানি না, তারা কোথায় থেকে আক্রমণ চালাবে। তা ছাড়া রাতে আমরা অন্ধ। কারণ, আমাদের হাতে পর্যাপ্ত গোয়েন্দা তথ্য (ইন্টেলিজেন্স) নেই।’

ম্যাক্সারের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোর ছবি সংবাদমাধ্যমে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত হলেও প্রতিপক্ষকে কাবু করার জন্য যথেষ্ট নয় বলে মনে করেন পলিয়াকোভ। সে কাজে দরকার তাৎক্ষণিক তথ্য। সে কারণেই যে প্রতিষ্ঠানগুলো ‘রাডার-চিত্র’ সরবরাহ করতে পারছে,

তাদের এখন বেশ চাহিদা। কারণ, রাডার-চিত্র রাতেও সমান কার্যকর, মেঘেও বাধা পায় না।

রাডার-চিত্র তৈরি করা হয় সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার (এসএআর) স্যাটেলাইট থেকে পাওয়া উপাত্তের ভিত্তিতে। বাদুড় অন্ধকারে যেভাবে চলে, এটাও একই ধরনের প্রযুক্তি। শুরুতে উপগ্রহ থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানো হয় পৃথিবীতে। এরপর সে তরঙ্গ কীভাবে ফিরে যাচ্ছে, তা ধারণ করে রাডার-চিত্র তৈরি করা হয়। বাণিজ্যিক উপগ্রহ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলো এ চিত্র নির্দিষ্ট ফির বিনিময়ে প্রায় যে কারও কাছে বিক্রি করে থাকে।

যেকোনো আবহাওয়ায় কাজ করে রাডার-চিত্র:

এ ধরনের রাডারের তথ্য গবেষণায় ব্যবহার করেন বাংলাদেশি শিক্ষক আশরাফ দেওয়ান। বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করছেন। রাডার-চিত্র তৈরির ধরন সম্পর্কে তিনি প্রথম আলোকে বলেন, অন্যান্য স্যাটেলাইটের সঙ্গে সিনথেটিক অ্যাপারচার রাডার স্যাটেলাইটের পার্থক্য হলো, এটা যেকোনো আবহাওয়ায় কাজ করে। প্রথমে স্যাটেলাইট থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠানো হয়। এরপর ভূমি থেকে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যাওয়া তরঙ্গের তথ্য রেভার করে দৃশ্যমান ছবি তৈরি করা হয় ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্রে। অ্যাকটিভ সেন্সর কাজে লাগানোয় এতে প্রায় তাৎক্ষণিক তথ্য পাওয়া যায়।

আলোর প্রতিফলন কাজে লাগিয়ে যেমন স্মার্টফোনের ক্যামেরায় ছবি ধারণ করা হয়, প্রচলিত স্যাটেলাইটে চিত্র ধারণের প্রযুক্তি অনেকটা কাছাকাছি। তবে রাডার-চিত্রে তরঙ্গের প্রতিফলনের উপাত্ত ব্যবহার করে ছবি তৈরি করে নিতে হয়। সেই ছবি কি সমান কার্যকর? রাডার-চিত্র দেখে কি বলে দেওয়া সম্ভব, কিয়েভ থেকে তিন কিলোমিটার দূরে তিনটি ট্যাংক এখন উত্তর দিকে এগোচ্ছে? আশরাফ দেওয়ান বললেন, সম্ভব। সুনির্দিষ্ট করেই বলে দেওয়া সম্ভব। তবে রাডার-চিত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া সচরাচর ব্যবহার করা হয় না।

ইউক্রেন কেন রাডার-চিত্র চায়: আগেই বলা হয়েছে, কেবল গবেষক নয়। ইউক্রেনের সরকারও এ তথ্য চায়। ম্যাক্স পলিয়াকভের বক্তব্য সমর্থন করে টুইটারে আটটি

রাডার-চিত্র সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির উপপ্রধানমন্ত্রী মিখাইলো ফেদোরভ। তিনি বলেছেন, ‘রুশ সেনাদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণের সুযোগ দরকার আমাদের, বিশেষ করে রাতে যখন আমাদের প্রযুক্তি কাজে আসে না।’

ইউক্রেনের ওপর এখন গোটা পঞ্চাশেক স্যাটেলাইট কাজ করছে বলে ধারণা যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের অধ্যাপক টড হামফ্রেজের। এর পাশাপাশি তুরস্কের তৈরি ড্রোনেও নজর রাখার চেষ্টা চলছে বলে ‘ওয়্যার্ড’ সাময়িকীর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।

বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলো এখন যে ধরনের স্যাটেলাইট চিত্র সরবরাহ করছে, তা একসময় কেবল সরকারের কাছেই ছিল। তবে গোপনীয়তার স্বার্থে সব ছবি তারা প্রকাশ করত না। এখন সে পরিস্থিতি বদলেছে ঠিকই, তবে বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কাছে স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ থাকায় নৈতিকতা ও নিরাপত্তার প্রশ্নও উঠছে। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের হাতে নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে কি না, তা ভেবে দেখার আহ্বানও জানিয়েছেন বিশ্বের অনেক গবেষক।

এ ছাড়া উপগ্রহচিত্র যাচাই করার সুযোগ কম। যেমন এ ধরনের ছবি যুক্ত করে কোনো সংবাদ পরিবেশন করলে বার্তা সংস্থা রয়টার্স প্রতিবার উল্লেখ করছে, এই ছবিগুলো আলাদা করে যাচাই করা সম্ভব হয়নি তাদের পক্ষে। অর্থাৎ উপগ্রহ সেবাদাতারা যা বলছে, তা চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে হচ্ছে।

আবার মনে করুন, দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধে কোনো বাণিজ্যিক উপগ্রহ সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান যদি একটি দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে অপর পক্ষকে কোনো তথ্য না দেয়, তবে অসমতা তৈরি হতে পারে।

মিখাইলো ফেদোরভের উল্লেখিত আটটি প্রতিষ্ঠানের একটি হলো কাপেলা স্পেস। যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকার প্রশ্ন উড়িয়ে দিয়ে প্রতিষ্ঠানটির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পায়াম বানাজাদাহ এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, ‘আমাদের যে সক্ষমতা, অনেক দেশের সরকারের তা নেই। আমরা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। আমাদের কাছে যদি ছবি থাকে, তবে যে কেউ তা কিনতে পারে।’ আশরাফ দেওয়ানের কথাতেও সেটি পরিষ্কার। তিনি বললেন, এসএআর স্যাটেলাইটের তথ্য কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে যুদ্ধে ব্যবহার করা হচ্ছে। বেশির ভাগ সময় কিন্তু

গবেষণাতেই ব্যবহার করা হয়। তা ছাড়া অর্থ খরচ করলেই এ তথ্য মিলছে।

রাশিয়া কি ছেড়ে কথা বলবে:

কাপেলা স্পেস অবশ্য বলছে, বর্তমানে তারা ইউক্রেনের রাডার-চিত্র কেবল ইউক্রেন ও মার্কিন সরকারকে দিচ্ছে। এখানেও বিপত্তি আছে। কারণ, রাশিয়া চুপচাপ বসে থাকবে বলে মনে হয় না। প্রথমত, সাইবার হামলা ও আড়ি পাতার মাধ্যমে এ তথ্য হাতিয়ে নিতে কিংবা বিকৃত করতে পারে। দ্বিতীয়ত, নভেম্বরে ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়ে নিজেদের একটি উপগ্রহ ধ্বংস করে দেখিয়েছিল রাশিয়া। প্রয়োজনে মার্কিন উপগ্রহে একই ধরনের হামলা যে তারা চালাবে না, তা নিশ্চিত করে বলার সুযোগ কই?



বিনা মূল্যে অনলাইন দোকান খোলার সুযোগ

পড়ালেখা বা কাজের পাশাপাশি অনেকেই বাড়তি আয়ের জন্য বিভিন্ন ব্যবসা করার পরিকল্পনা করেন। কিন্তু ব্যবসা শুরুর পদ্ধতি বা পণ্যের প্রচারের কৌশল জানা না থাকায় উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যায়। নতুন উদ্যোক্তা হতে আগ্রহীদের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন ই-কমার্স প্ল্যাটফর্ম ‘লাটু’ (www.lattu.io)। প্ল্যাটফর্মটি কাজে লাগিয়ে যেকোনো ব্যক্তি ঘরে বসেই অনলাইন দোকান খুলে পণ্য বিক্রি করতে পারবেন। আজ বুধবার ঢাকায় প্রতিষ্ঠানটির কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লাটুর মূল প্রতিষ্ঠান

ডটলাইনের উপমহাব্যবস্থাপক মুনতাসির আহমেদ বলেন, ‘লাটুর মাধ্যমে সহজেই আপনার উদ্যোক্তা হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে। প্ল্যাটফর্মটিতে বিনা মূল্যে নিবন্ধন করে যেকোনো ব্যক্তি অনলাইনে দোকান খুলতে পারবেন।’

লাটুতে অনলাইন দোকান চালু করা অর্থার স্বত্বাধিকারী নিতাই সরকার বলেন, ‘লাটুর প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করা খুবই সহজ। অর্থার অনলাইন ব্যবসাকে লাটু আরও এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে। ফলে ব্যবসা পরিচালনার জন্য আমাকে বাড়তি বিনিয়োগ করতে হয়নি।’ লাটু কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বর্তমানে প্ল্যাটফর্মটির বিভিন্ন অনলাইন দোকানে নামীদামি ব্র্যান্ডের মুঠোফোনসহ

২৫ হাজারেরও বেশি পণ্য পাওয়া যাচ্ছে। পণ্যের বিভাগ নির্বাচন করে যেকোনো ব্যক্তি পছন্দের পণ্য দিয়ে নতুন দোকান খুলতে পারবেন। নিজেদের পণ্য বিক্রির পাশাপাশি চাইলে প্ল্যাটফর্মটিতে থাকা অন্য দোকানের পণ্যও নিজের দোকানে প্রদর্শন ও বিক্রি করা যাবে। অর্থাৎ, কোনো পণ্য বাজার থেকে সংগ্রহ না করে প্ল্যাটফর্মটি থেকে সংগ্রহ করা যাবে। এ পদ্ধতিতে পণ্য বিক্রি করলে দুটি প্রতিষ্ঠানই নির্দিষ্ট পরিমাণ লভ্যাংশ পাবেন। ফলে সবাই ব্যবসা করে অর্থ আয় করতে পারবেন।

গ্রাহকসেবার পাশাপাশি পণ্য সরবরাহ ও দামও সংগ্রহ করে দেয় লাটু। ফলে বিক্রি হওয়া পণ্য ক্রেতার কাছে পৌঁছানো বা অর্থ সংগ্রহের চিন্তা না থাকায় শিক্ষার্থী বা গৃহিণীরাও অনলাইনে দোকান চালু করে আয় করতে পারবেন।



দুই ডোজ টিকা পায়নি মাধ্যমিকের ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী

সারাদেশে ১২-১৭ বছর বয়সী এক কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থী প্রথম ডোজ টিকা পেয়েছে। দ্বিতীয় ডোজের আওতায় এসেছে প্রায় অর্ধলাখ। সেই হিসাবে প্রথম ডোজ পাওয়া ৪০ শতাংশ শিক্ষার্থী দুই ডোজ টিকা পায়নি।

ফলে ক্লাসে আসার ইচ্ছা থাকলেও অনেকে আসতে পারছে না। তবে আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাদের এ আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাঠ কর্মকর্তাদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে।

মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি) থেকে জানা গেছে, সারাদেশে ১২-১৭ বছরের এক কোটি ২৮ লাখ শিক্ষার্থী

থাকলেও তাদের মধ্যে এক কোটি ২৬ লাখ ৬০ হাজার শিক্ষার্থীকে প্রথম দেওয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে এ পর্যন্ত প্রায় ৫০ হাজার শিক্ষার্থী দুই ডোজের আওতায় এসেছে। দ্বিতীয় ডোজ না পাওয়ায় ৭৮ লাখ শিক্ষার্থী ইচ্ছা থাকলেও ক্লাসে আসতে পারছে না। জানতে চাইলে মাউশির পরিচালক (কলেজ ও প্রশাসন) অধ্যাপক শাহেদুল খবির বলেন, ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দ্বিতীয় ডোজ পেয়েছে ৪৭ লাখ শিক্ষার্থী। আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রথম ডোজ পাওয়া শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ডোজের আওতায় আনতে মাঠ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

তিনি বলেন, সাধারণ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে

মাদরাসা, কারিগরি ও কওমি শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় আনা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীদের টিকার দুই ডোজের আওতায় আনতে সব জেলার উপ-পরিচালকদের সমন্বয়ে মাঠ কর্মকর্তারা কাজ করছেন।

এদিকে, মঙ্গলবার (২২ ফেব্রুয়ারি) প্রথম দিনে ঢাকা মহানগরের স্কুল-কলেজে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বেশি থাকলেও মফস্বলে এ হার অনেক কম বলে জানা গেছে। অনেকে ক্লাসে আসতে চাইলেও টিকার দুই ডোজ না পাওয়ায় আসতে পারছে না। অনেকে আবার এক ডোজ নিয়েও ক্লাসে উপস্থিতি হয়। কেউ কেউ আবার টিকা না নিয়েও ক্লাসে এসেছেন।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলার সিদ্ধান্ত জানাতে সম্প্রতি এক সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেন, আগামী ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যে প্রথম ডোজ পাওয়া শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় ডোজের আওতায় আনা হবে। কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ক্লাসে পাঠদান পরিচালনা করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো ধরনের ছাড় দেওয়া হবে না।

মন্ত্রী আরও বলেন, ১২ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদের টিকার আওতায় আনার চেষ্টা চলছে। এ বিষয়ে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কাজ করছে। তারা অনুমোদন দিলে শিশুদের টিকার আওতায় আনার কার্যক্রম শুরু করবো।



প্রাথমিকের ক্লাস চলবে ২০ রমজান পর্যন্ত

আগামী বুধবার (২ মার্চ) প্রাথমিক স্তরের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু হচ্ছে। এদিন থেকে পুরোপুরি সব শ্রেণির ক্লাস চলবে স্বাভাবিকভাবে। তবে প্রাক-প্রাথমিক চালু করা হবে আরও দুই সপ্তাহ দেখার পর।

এছাড়া প্রাথমিকের সব শ্রেণির সব ক্লাস চলবে রমজান মাসের ২০ দিন পর্যন্ত। ২১ রমজান থেকে ঈদ পর্যন্ত ছুটি থাকবে। এরপর আবার ক্লাস শুরু হবে যথানিয়মে।

রবিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা মাহবুবুর রহমান তুহিন এ তথ্য নিশ্চিত করেন। তিনি জানান, রবিবার (২৭ ফেব্রুয়ারি) মাসিক সমন্বয় সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, আগামী ২ মার্চ থেকে স্বাভাবিক সময়ের মতো প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির সব ক্লাস নেওয়া হবে। তবে শিক্ষার্থীদের মাস্ক পরানোর বিষয়টি নিশ্চিত করবেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা।

এদিকে গত ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক স্তরে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান শুরু হয়েছে। সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্যবিধি মেনে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করা হচ্ছে।



শিক্ষা মন্ত্রণালয়

কলেজ শিক্ষকদের ব্যক্তিগত তথ্য হালনাগাদের নির্দেশ

বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিডিএস (পারসোনাল ডাটা শিট বা ব্যক্তিগত তথ্য বিবরণী) হালনাগাদ করার ব্যবস্থা নিতে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। কাজের গতি বাড়াতে ও মিস পোস্টিং রোধে সোমবার (৭ মার্চ) মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগ এ নির্দেশ দেয়। নির্দেশনা অনুযায়ী ৫ কর্মদিবসের মধ্যে হালনাগাদ পিডিএস পাঠাতে বলা হয়।

মন্ত্রণালয়ের অফিস আদেশে বলা হয়, বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডারের কর্মকর্তাদের বদলি বা পদায়নের ক্ষেত্রে হালনাগাদ পিডিএস প্রয়োজন হয়। কিন্তু বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিডিএস হালনাগাদ করা না থাকায় প্রশাসনিক কাজে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। কর্মকর্তাদের সঠিক তথ্যের অভাবে যথাসময়ে সব কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে না। এতে করে কাজের গতি শ্লথ হচ্ছে এবং হালনাগাদ তথ্যের অভাবে মাঝে-মাঝেই মিস পোস্টিং হচ্ছে।

অফিস আদেশে আরও বলা হয়, এর আগেও এ মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। এমতাবস্থায়, সব বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ক্যাডার কর্মকর্তাদের পিডিএস হালনাগাদ করে অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করা হলো।



৩০তম বিসিএস শিক্ষা ফোরামের সভাপতি হাবিবুর সম্পাদক কাওছার

৩০তম বিসিএস (সাধারণ শিক্ষা) ফোরামের সভাপতি হিসেবে ব্যানবেইসের সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) হাবিবুর রহমান হাবিব এবং মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক (মাধ্যমিক) কাওছার আহমেদ সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন।

শনিবার (৫ মার্চ) দেশের ৫৪টি সরকারি কলেজ ও ঢাকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমিতে (নায়েম) এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাচনে প্রায় সাড়ে তিনশ ভোটার তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার মো. জাহাঙ্গীর আলম খানের নেতৃত্বে ৭ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচন পরিচালনা করেন।

নতুন কমিটির অন্যান্য সদস্যরা হলেন- সহ-সভাপতি নোয়াখালীর চৌমুহনী সরকারি এস এ কলেজের সহকারী অধ্যাপক (হিসাব বিজ্ঞান) মো. সফিকুল ইসলাম, যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক ময়মনসিংহের আনন্দ মোহন কলেজের সহকারী অধ্যাপক (অর্থনীতি) এমএমএ জামিল সরকার, সাংগঠনিক সম্পাদক মুন্সিগঞ্জের সরকারি হরগঙ্গা কলেজের সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন) মো. আবদুল কাদের ও কোষাধ্যক্ষ পদে চাপাইনবাবগঞ্জের নবাবগঞ্জ সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) মো. হাবিবুর রহমান বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন।

এর বাইরে ৮টি বিভাগে সহ-সভাপতি ও

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিভাগের সহ-সভাপতি টাঙ্গাইলের কুমুদিনী সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (হিসাব বিজ্ঞান) ফকির মো. আবুল কালাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে গোপালগঞ্জ জেলার সরকারি বঙ্গবন্ধু কলেজের সহকারী অধ্যাপক (ইতিহাস) উজ্জ্বল ভট্টাচার্য নির্বাচিত হয়েছেন।

ময়মনসিংহ বিভাগের সহ-সভাপতি পদে ময়মনসিংহ মুমিনুল্লাহ সরকারি মহিলা কলেজের সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন) মুহাম্মদ মাহাফুজুর রহমান ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে জামালপুরের সরকারি আশেক মাহমুদ কলেজের সহকারী অধ্যাপক (রসায়ন) মো. মেহাদী হাসান বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হন।

খুলনা বিভাগের সহ-সভাপতি মাউশি খুলনার আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মো. ইনামুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে খুলনার বিএল সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) মো. ইবনুর রহমান নির্বাচিত হন।

বরিশাল বিভাগের সহ-সভাপতি পদে মো. আনোয়ার হোসেন, সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) সরকারি বিএম কলেজ, বরিশাল ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মো. শামীম হোসেন খান, সহকারী অধ্যাপক (ব্যবস্থাপনা) পটুয়াখালী সরকারি কলেজ।

চট্টগ্রাম বিভাগের সহ-সভাপতি চট্টগ্রাম সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (পদার্থ বিজ্ঞান) মো. জহিরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (দর্শন) মু. খালেদ সাইফুল্লাহ নির্বাচিত হয়েছেন।

রাজশাহী বিভাগের সহ-সভাপতি পদে বগুড়ার সরকারি আজিজুল হক কলেজের সহকারী অধ্যাপক (দর্শন) মো. ফিরোজ মিয়া ও সাংগঠনিক সম্পাদক পদে নওগাঁ সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক (দর্শন) সাবরিন নাহার নির্বাচিত হন।

এমপিওভুক্তি

এমপিওভুক্তির জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ

বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষের (এনটিআরসিএ) সুপারিশকরা শিক্ষকদের এমপিওভুক্তির জটিলতা নিরসনের উদ্যোগ নিয়েছে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর। এজন্য প্রার্থীদের নির্ধারিত ছকে তথ্য পূরণ করে ৩০০ টাকার নন জুডিসিয়ালি স্ট্যাম্পসহ পাঠাতে বলা হয়েছে।

বুধবার (২৩ ফেব্রুয়ারি) মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের এক বিজ্ঞপ্তিতে এসব তথ্য জানানো হয়।

এতে বলা হয়েছে, এনটিআরসির তৃতীয় গণবিজ্ঞপ্তির সুপারিশের ভিত্তিতে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন মাদরাসা থেকে মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তরের মেমিস

সফটওয়্যারে আবেদন দাখিল করা হচ্ছে। অধিকাংশ মাদরাসার এমপিও শিটে শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণে জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে। এমপিওশিটে সব শিক্ষক-কর্মচারীর পদ ও বিষয় মুদ্রিত না থাকায় জনবল কাঠামো অনুযায়ী প্রাপ্যতা আছে কি না তা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না। ভুল বা অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে এমপিওভুক্তির ফলে সরকারি অর্থের অপব্যবহার হলে ভবিষ্যতে জবাবদিহিতার সম্মুখীন হতে হবে।

উল্লিখিত সমস্যা সমাধানে নতুন শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে ৩০০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, বিদ্যমান এমপিওশিট, বেতনবিল, শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা ও

শিক্ষাসনদের ভিত্তিতে পদবি ও বিষয় নির্ধারণ করে মাদরাসার সব শিক্ষক-কর্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত সর্বশেষ এমপিওশিটের অনুরূপ কপি প্রয়োজন।

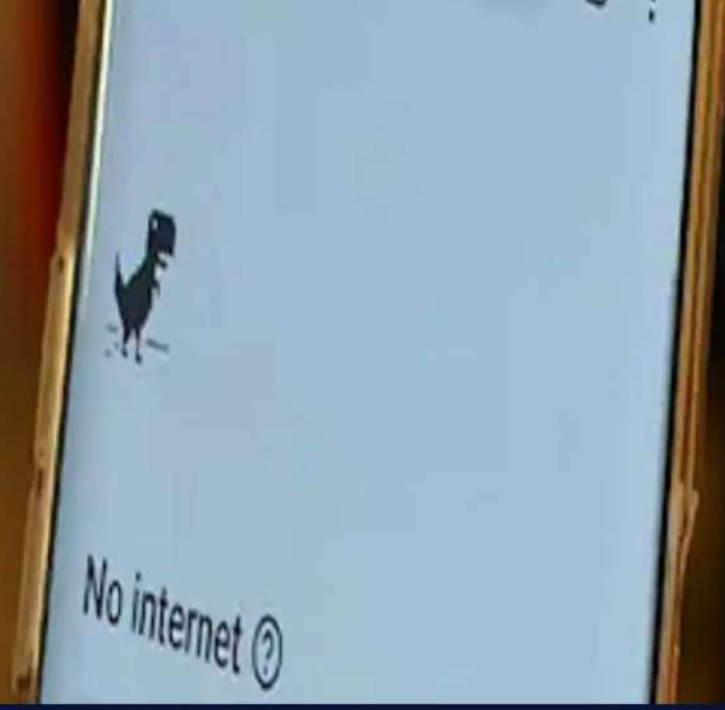
এনটিআরসিএ থেকে সুপারিশ করা শিক্ষকদের এমপিওভুক্তকরণের লক্ষ্যে জনবল কাঠামো ও এমপিও নীতিমালা-২০১৮ (২৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত সংশোধিত) এর পরিশিষ্ট ‘ঙ’ তে নতুন এমপিও’র জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ ৩০০ টাকার নন জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে অঙ্গীকারনামা, বিদ্যমান এমপিওশিট, বেতনবিল, শিক্ষক-কর্মচারীর তালিকা ও শিক্ষাসনদের ভিত্তিতে পদবি-বিষয় নির্ধারণ করে মাদরাসার সব শিক্ষক-কর্মচারীর স্বাক্ষরযুক্ত সর্বশেষ এমপিওশিটের অনুরূপ কপি অনলাইন এমপিও আবেদনের অগ্রায়ণ পত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়ার করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হয়েছে।



দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষার দিনক্ষণ জানিয়ে দিল CBSE

দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষা সূচি ঘোষণা করল সেন্ট্রাল বোর্ড অব সেকেন্ডারি এডুকেশন বোর্ড বা সিবিএসই (CBSE Term 2 Examination)। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষার দিনক্ষণ প্রকাশ করা হয়েছে। বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী ২৬ এপ্রিল থেকে ক্লাস ১২-এর দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষা শুরু হবে (CBSE Term 2 Examination)। পরীক্ষা শেষ হবে ১৫ জুন।

সিবিএসই-এর ক্লাস ১০ এর দ্বিতীয় টার্মের পরীক্ষা শুরু হবে ২৬ এপ্রিল থেকে। শেষ হবে ২৪ মে। সকাল ১০.৩০ থেকে পরীক্ষা হবে (CBSE Term 2 Examination)। অফলাইনেই পরীক্ষা হবে দু'টি ক্লাসেরই। এদিন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ঘোষণা করল CBSE বোর্ড। করোনার কালবেলায় পড়ুয়াদের সিলেবাসে কাটছাঁট করা হয়েছিল। ৫০ শতাংশ পর্যন্ত কমানো হয়েছে সিলেবাস। তাই এ বার আর দুটো ভাগে পরীক্ষা হবে না। পরীক্ষা হবে ২ ঘণ্টায়। পরীক্ষা নিয়ে বিস্তারিত জানা যাবে সিবিএসই-র নিজস্ব ওয়েবসাইটে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পরীক্ষার ফলপ্রকাশ নিয়ে খবর ছড়িয়েছে তা ভুয়ো। পরে এ নিয়ে বিস্তারিত জানানো হবে। ছাত্র-ছাত্রীরা নিজেদের রোল নম্বরের সাহায্যে ফল ডাউনলোড করতে পারবেন cbseresult.nic.in, results.gov.in -এই ওয়েবসাইটগুলিতে। পরীক্ষার্থীরা তাঁদের রোল নম্বর দিয়েও ফলাফল দেখতে পারবেন।



মাধ্যমিকের সময় ইন্টারনেট বন্ধে জনস্বার্থ মামলা, রাজ্যের হাতিয়ার 'গোয়েন্দা রিপোর্ট'!

মাধ্যমিক পরীক্ষা চলাকালীন ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কলকাতা হাই কোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। জনস্বার্থ মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে বলেন, জরুরি অবস্থা জারির মতন পরিস্থিতি। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতা খর্ব করা হচ্ছে। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটি সেকেন্ডে ইন্টারনেট পরিষেবা প্রয়োজন। তা অনৈতিক ভাবে বন্ধ করা হয়েছে। হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করে রাজ্যের বিজ্ঞপ্তিতে লাগাম টানুক। পাল্টা যুক্তি সাজিয়েছে রাজ্যও। দু'পক্ষের বক্তব্য শুনে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

রাজ্যের তরফে অ্যাডভোকেট জেনারেল

সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে বলেন, "রাজ্যের কোথাও ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়নি। হোয়াটসঅ্যাপ চিটিং, অনলাইনে পরীক্ষা সংক্রান্ত চিটিং কীভাবে হয়, আদালতকে অনুরোধ করছি একবার দেখুন। আইবি ইনপুটও ছিল এ বিষয়ে। নির্দিষ্ট ভাবে রাজ্যের কাছে রয়েছে সেই তথ্য। সেই ইনপুট অনুযায়ী, আগামী ২ সপ্তাহ বেআইনি কার্যকলাপ হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই রাজ্যের স্বরাষ্ট্র সচিব বিজ্ঞপ্তি দিয়েছেন।"

অ্যাডভোকেট জেনারেলের যুক্তি, বেআইনি কাজ অনেক ধরনের হতে পারে। ভয়েস রেকর্ড করে, মেসেজ করে একাধিক ভাবে

তা হতে পারে। সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩.১৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকছে ইন্টারনেট। ৪ ঘণ্টা ১৫ মিনিট বন্ধ থাকছে। ৮ দিনের জন্য ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। দার্জিলিং, বাগডোগরা, বীরভূম ৫ ব্লক, কোচবিহারে ৬ ব্লক, উত্তর দিনাজপুর ও মালদহের নির্দিষ্ট জায়গাতেই বন্ধ।

এর জন্য কোনও ছাত্র আদালতে এসে বলেনি ইন্টারনেট বন্ধে অসুবিধার কথা। কোনও ব্যবসায়ী এসেও বলেনি ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধে ক্ষতি হচ্ছে। আগামীকাল সকাল ১১টায় ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ নিয়ে রিভিউ মিটিং রয়েছে সংশ্লিষ্ট কমিটির। সেই সিদ্ধান্তের উপর আদালত আস্থা রাখুক।

দিও আদালত রাজ্যের উদ্দেশ্যে পাল্টা প্রশ্ন তোলে, “রাজ্যের এত আশঙ্কার কারণ কী? কেন ইন্টারনেট পরিষেবা থাকলেই অনলফুল অ্যাক্টিভিটির আশঙ্কা করছে রাজ্য? তখন রাজ্যের তরফে বলা হয়, “আমাদের কাছে নির্দিষ্ট গোয়েন্দা রিপোর্ট আছে। কিছু জায়গার ক্ষেত্রে ইন্টারনেট থাকলে বেআইনি কার্যকলাপের আশঙ্কা আছে।” এই শুনানির পরই মাধ্যমিকে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ নিয়ে রাজ্যকে হলফনামা দিতে নির্দেশ দেন প্রধান বিচারপতি ডিভিশন বেঞ্চ। বৃহস্পতিবার দুপুর দুটোর মধ্যে হলফনামা দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত।



বিশ্ববিদ্যালয়ে স্ত্রী-সন্তানদের নিয়োগ, তদন্ত করবে ইউজিসি

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনা করলেও তিনি কোনো নিয়ম মানেন না। নিয়মের তোয়াক্কাও করেন না। স্বেচ্ছাচারিতায় ট্রাস্টি বোর্ডের একাধিক সদস্যকে বাদ দিয়ে স্ত্রী, ছেলে-মেয়েকে যুক্ত করেছেন। এতে কারও সম্মতি না থাকলেও নিজের দাপটে সব সিদ্ধান্ত নেন রাজশাহী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির (আরএসটিইউ) ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. এম এ আজিজ।

সম্প্রতি বিভিন্ন অনিয়মের ১১টি লিখিত অভিযোগ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) জামা দিয়েছেন ট্রাস্টি বোর্ডের এক সদস্য ড. মো. সোলায়মান। এছাড়া ট্রাস্টি বোর্ডের আজীবন সদস্য রাশেদ কবির লিখনও ইউজিসিতে লিখিত

অভিযোগ দিয়েছেন। তাকেও বোর্ড থেকে বাদ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এসব অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউজিসি।

অভিযোগে বলা হয়, বর্তমান ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান এম এ আজিজ তার স্বেচ্ছাচারিতার মাধ্যমে বোর্ড অব ট্রাস্টিজ থেকে আজীবন সদস্যদের নাম বাদ দিয়ে নিজের স্ত্রী, ছেলে ও মেয়েকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এমনকি জয়েন্ট স্টকে সদস্যদের নাম পরিবর্তন করে জমা দিয়েছেন, যা বিধি বহির্ভূত।

অ্যাকাডেমিক এবং প্রশাসনিক যে কোনো সিদ্ধান্ত চেয়ারম্যান এককভাবে নিয়ে

আসছেন। এমনকি ইউজিসি বা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য বোর্ড অব ট্রাস্টিজকে অবহিত করেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী পাঁচ বছরের জন্য চেয়ারম্যান নির্বাচিত হওয়ার কথা থাকলেও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের কোনো প্রকার সভা ছাড়াই তিনি ৮ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন। এমনকি ২০১১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা পেলেও আজ পর্যন্ত কোনো সভা আহ্বান করেননি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আয়-ব্যয়ের হিসাবও দাখিল করেননি।

অভিযোগে আরও বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৬ বিঘা জমি ক্রয় করার কথা থাকলেও তা নিজের নামে নিবন্ধন করান। শিক্ষক নিয়োগ, ছাঁটাই একক সিদ্ধান্তে করে থাকেন। ছাঁটাই হওয়া শিক্ষক-কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রভিডেন্ট ফান্ড না দিয়ে আত্মসাৎ করছেন ড. এম এ আজিজ। তিনি অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য কম দরে ভবন ভাড়া নিয়ে কয়েকগুণ বেশি দরে ইউজিসিকে দেখিয়েছেন।

নাটোরে অবস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়টির বর্তমানে রেজিস্ট্রার, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ছাড়াই চলছে। নেই পর্যাপ্ত শিক্ষকও। কোষাধক্ষ্য থাকেন ঢাকায়, যিনি কখনও ক্যাম্পাসে আসেননি বলে অভিযোগে বলা হয়েছে।

এতে আরও বলা হয়, প্রধান পৃষ্ঠপোষক আরমান আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়নে এক কোটি ৪০ লাখ টাকা প্রদান করলেও সে টাকা আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছেন চেয়ারম্যান। এমনকি আরমান আলীকে বোর্ড অব ট্রাস্টিজের ভাইস চেয়ারম্যান করার কথা থাকলেও তা করা হয়নি। নিয়ম না থাকলেও চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয়ের ফান্ড থেকে মাসিক ১০ লাখ টাকা সম্মানী গ্রহণ করে আসছেন।

অভিযোগকারী ও আরএসটিইউর ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য সোলায়মানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জাগো নিউজকে বলেন, একটি স্বপ্ন আর শিক্ষা বিস্তারের ব্রত নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেছিলাম। কিন্তু বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যানের স্বৈচ্ছাচারিতা আর দুর্নীতির কারণে বিশ্ববিদ্যালয়টি ডুবতে বসেছে। চেয়ারম্যান বোর্ডের সদস্যদের সঙ্গে কোনো প্রকার আলোচনা না করেই সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন। স্ত্রী, ছেলে, মেয়েকে নিয়োগ দিয়েছেন। আমরা ফোন দিলেও তিনি ধরেন না। কারও কাছেই তিনি জবাবদিহি

করার প্রয়োজন বোধ করেন না।

যোগাযোগ করলে চেয়ারম্যান ড. এম এ আজিজ সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, এটি আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। করোনা পরিস্থিতির মধ্যেও প্রতিষ্ঠানটি সচল রেখেছি। আমি দায় নিয়ে এবং ইউজিসি ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে সব বিষয়ে অবহিত করে সিদ্ধান্ত নিয়ে আসছি, যার সব বিষয়ে বোর্ড অবগত। স্ত্রী, ছেলে, মেয়েকেও বোর্ডের সিদ্ধান্তে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগকারীরা অসত্য, বানোয়াট তথ্য দিয়ে বিভ্রান্ত সৃষ্টি করছেন বলেও দাবি করেন তিনি।

এ বিষয়ে ইউজিসির সদস্য (বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়) অধ্যাপক বিশ্বজিৎ দত্ত জাগো নিউজকে বলেন, লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। ওই কমিটি অভিযোগগুলো খতিয়ে দেখবে। কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।



উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থীদের তথ্য চেয়েছে মাউশি

২০২২ সালে ভর্তি হওয়া ষষ্ঠ ও একাদশ শ্রেণির উপবৃত্তিযোগ্য শিক্ষার্থী নির্বাচনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের অধীন প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টের বাস্তবায়নাধীন সমন্বিত উপবৃত্তি কর্মসূচির আওতাভুক্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এ নির্দেশনা দিয়েছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর (মাউশি)।

একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই-বাছাই, তালিকা প্রণয়ন ও তালিকায় থাকা শিক্ষার্থীদের তথ্য এইচএসপি এমআইএস সফটওয়্যারে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আগামী ১০ মার্চ থেকে শুরু হয়ে

শিক্ষার্থীদের তথ্য অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রম চলবে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। এ বিষয়ে দেশের সব উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে চিঠি পাঠানো হয়েছে।

জানা গেছে, দারিদ্র্য ও প্রক্সি মিন্স টেস্টিং যৌথ পদ্ধতির মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের তথ্য যাচাই-বাছাই এবং একটি বিশেষায়িত সফটওয়্যারের মাধ্যমে উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হবে। শুধুমাত্র ষষ্ঠ এবং একাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এ কর্মসূচির আওতায় উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবে।

তবে, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা উপবৃত্তি কর্মসূচির বাইরে থাকা

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে অষ্টম শ্রেণি পাস করে নতুন ভর্তি হয়েছেন, তারা উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। সেক্ষেত্রে নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নবম শ্রেণির কোনো শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবে না। শিক্ষার্থী অন্য কোনো সরকারি উৎস থেকে উপবৃত্তি অথবা অভিভাবক কর্তৃক শিক্ষাভাতা গ্রহণ করলে উপবৃত্তির জন্য যোগ্য বলে বিবেচিত হবে না। এছাড়াও শিক্ষা বোর্ড থেকে মেধা বা সাধারণ বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী উপবৃত্তি প্রাপ্তির জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

১০টি উপজেলার ক্ষেত্রে উপবৃত্তির সফটওয়্যারে এন্ট্রি করা সব শিক্ষার্থী উপবৃত্তির জন্য নির্বাচিত হবে। এ উপজেলাগুলো হলো বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি, আলিকদম, কুড়িগ্রামের সদর, চর রাজিবপুর, চিলমারী ও উলিপুর, দিনাজপুরের কাহারোল ও খানসামা এবং কিশোরগঞ্জের কুলিয়ারচর।

শিক্ষার্থী নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে নির্দেশনায় বলা হয়েছে, দারিদ্র্য নিরূপণের জন্য বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ব্যবহৃত প্রশ্নমালার ওপর ভিত্তি করে একটি নমুনা আবেদনপত্রে আবেদন করতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক ও উপজেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটি শিক্ষার্থীর আবেদনের তথ্যের সত্যতা যাচাই-বাছাই করবে। আবেদনপত্রের তথ্য যাচাই-বাছাই শেষে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ে এইচএসপি এমআইএসে এসব তথ্য এন্ট্রি করতে হবে। তথ্য এন্ট্রির পর প্রতিষ্ঠান থেকেই তথ্য অনলাইনে উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠাতে হবে।

উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা উপবৃত্তির জন্য উপজেলা বা থানায় পাঠানো সব আবেদনপত্র উপজেলা বা মেট্রোপলিটন এলাকার উপদেষ্টা কমিটির বিবেচনার জন্য পেশ করবেন এবং এডভাইজারি কমিটির অনুমোদন নিয়ে নির্বাচিত শিক্ষার্থীর তথ্য উপজেলা বা থানা থেকে এইচএসপি বা প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্টে পাঠাবেন।

সারাদেশের উপবৃত্তি উপকারভোগী শিক্ষার্থী কেন্দ্রীয়ভাবে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট অফিসের এমআইএস সেলের প্রযুক্তিগত সহায়তায় এইচএসপি ইউনিটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। লৈঙ্গিক ভিত্তিতে নয় বরং দারিদ্র্যের ভিত্তিতে উপকারভোগী শিক্ষার্থী নির্বাচন হবে। ফলে এ প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কম বেশি হতে পারে। শারীরিক প্রতিবন্ধী,

তৃতীয় লিঙ্গ, প্রাক্তন ছিটমহলের বাসিন্দা এবং বীর মুক্তিযোদ্ধার প্রজন্ম যথাযথ যাচাই বাছাইয়ের পর সরাসরি এ কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে এই ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তৃপক্ষ দেয়া সনদ বা প্রত্যায়ন পত্রের সত্যায়িত কপি এমআইএসে সংযুক্ত এবং সংরক্ষণ করতে হবে। সব শিক্ষার্থীর ১৭ সংখ্যার অনলাইন জন্মসনদ থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।

নির্দেশনায় আরও বলা হয়েছে, উপবৃত্তির জন্য শিক্ষার্থীর তথ্য এইচএসপি ও এমআইএসে এন্ট্রি করলেই উপবৃত্তি পাওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। আবেদনকারী শিক্ষার্থী দেওয়া তথ্য এইচএসপি এমআইএসের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করে উপবৃত্তি পাওয়ার জন্য শিক্ষার্থী নির্বাচন করা হয়। প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ের কমিটি শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রের তথ্য যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করবেন।

কমিটির সদস্যরা প্রয়োজনে শিক্ষার্থীর বাড়ি পরিদর্শন করে আবেদনপত্রে দেওয়া তথ্যের সত্যতা যাচাই করবেন। সত্যতা যাচাই শেষে শিক্ষার্থীদের তথ্য এইচএসপি এমআইএসে এন্ট্রি করে ‘আবেদনপত্রের সব তথ্য সঠিক আছে’ মর্মে একটি প্রত্যায়নপত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রধান উপজেলা বা থানা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তাকে পাঠাবেন এবং আবেদনপত্রের হার্ডকপি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ করবেন।

তবে প্রতিষ্ঠান পর্যায়ের কমিটিতে উপকারভোগী নির্বাচনে কোনো অসত্য তথ্য দিলে বা অনিয়ম করা হলে তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হবে। এ কমিটি প্রয়োজনে যে কোনো সময়ে সভায় মিলিত হতে পারবে।

জানা গেছে, সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত উপবৃত্তিপ্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীদের টিউশন ফি বা বেতন মওকুফ থাকবে। বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অনুকূলে স্কিম ডকুমেন্ট মোতাবেক নির্ধারিত হারে টিউশন ফি বা বেতন দিতে হবে। উপবৃত্তি প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোনোক্রমেই টিউশন ফি বা বেতন আদায় করা যাবে না।



তেলে আগুন, বেড়েছে পেঁয়াজের ঝাঁজও

বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়ে কেজিপ্রতি ৫৮ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

সম্প্রতি হিলি স্থলবন্দর দিয়ে ভারত থেকে পেঁয়াজ আমদানি কমে যাওয়ায় বাজারে প্রতি কেজি পেঁয়াজের খুচরা মূল্য ১০-১২ টাকা এবং পাইকারি মূল্য ১৪-১৫ টাকা বেড়েছে। দুই দিন আগেও যে ভারতীয় নাসিক পেঁয়াজ কেজিপ্রতি ৩৫-৩৬ টাকায় বিক্রি হতো, তা এখন ৪৪-৪৬ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। শনিবার (৫ মার্চ) হিলি স্থলবন্দর এলাকার খুচরা বাজারে প্রতি কেজি ইন্দোর পেঁয়াজের দাম ৩০-৩২ টাকা থেকে বেড়ে ৪০ টাকা হয়েছে। এদিকে, বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম কেজিতে ১০ টাকা বেড়ে

কেজিপ্রতি ৫৮ থেকে ৬০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। ব্যবসায়ী মইনুল শেখ ও ফেরদৌস হোসেন, বাজারে চাহিদার তুলনায় আমদানি কম হওয়ায় পেঁয়াজের দাম বেড়েছে। তবে আমদানি স্বাভাবিক হলে শিগগিরই দাম কমতে পারে বলেও জানিয়েছেন তারা।

পানামা হিলি বন্দরের জনসংযোগ কর্মকর্তা ও স্থলবন্দরের একটি বেসরকারি অপারেটর সোহরাব হোসেন মল্লিক জানান, গত সপ্তাহে ভারত থেকে ২৫-৩০ ট্রাক পেঁয়াজ আমদানি করা হলেও এ সপ্তাহে মাত্র ১৮-২০ ট্রাক পেঁয়াজ আমদানি করা হয়েছে।

তিনি বলেন, “বৃহস্পতিবার (৩ মার্চ) ভারত থেকে ২১টি ট্রাকে ৫৭১ মেট্রিক টন পেঁয়াজ

আমদানি করা হয় এবং শনিবারেও পেঁয়াজের আমদানি অব্যাহত ছিল।”

বন্দরের আমদানি-রপ্তানিকারক গ্রুপের সভাপতি হারুন-উর-রশিদ বলেন, “আমদানি কমে যাওয়ায় এবং ভারতে পেঁয়াজের দাম বেড়ে যাওয়ায় বর্তমানে বাজারে দাম কিছুটা বেশি। আমদানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পেঁয়াজের দাম কমবে।”

যুদ্ধের প্রভাবে চাল-আটার দাম বাড়ার শঙ্কা।

আটার জন্য গম আমদানিতে বাংলাদেশ অনেকটাই রাশিয়া ও ইউক্রেনের উপর নির্ভরশীল। জানা গেছে, দেশের মোট চাহিদার অর্ধেক আসে রাশিয়া ও ইউক্রেন থেকে।



রাশিয়ায় ভিসা, মাস্টারকার্ডের কার্যক্রম স্থগিত

ইউক্রেনে সামরিক অভিযানের প্রেক্ষিতে রাশিয়ায় কার্যক্রম স্থগিতের ঘোষণা দিয়েছে বিশ্বব্যাপী লেনদেনের অন্যতম দুই মাধ্যম ভিসা ও মাস্টারকার্ড।

শনিবার (৫ মার্চ) ভিসা জানিয়েছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে তারা রাশিয়ায় সবরকমের কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে যাচ্ছে। অন্য দেশ বা কোম্পানির ইস্যু করা কার্ড রাশিয়াতেও ব্যবহার করা যাবে না।

ভিসার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রাশিয়ায় কিংবা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে ইস্যু করা ভিসা কার্ড, কোনো কাজ করবে না দেশটিতে। আগামী কয়েকদিনের ভেতরই সব কার্যক্রম বন্ধ করে দেবে তারা।

রয়টার্স এক প্রতিবেদনে ভিসার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এল কেলির বরাতে জানিয়েছে, ইউক্রেনের ওপর রুশ আগ্রাসনের কারণে এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে, ভিসার এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। এর আগে, সবশেষ সোমবার ইউক্রেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের প্রধান এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট ভোলোডেমির জেলেনস্কি, রাশিয়ায় ভিসা ও মাস্টারকার্ডের লেনদেন বন্ধ করে দেওয়ার আহ্বান জানান।



৮ মাসে রেমিট্যান্স কমেছে ৩.২৫ বিলিয়ন ডলার

বাংলাদেশে চলতি অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে রেমিট্যান্স এসেছে এক হাজার ৪৯৬.০৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার যা গত অর্থবছরের একই সময়ের তুলনায় ২৮৪.০৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার কম।

২০২০-২১ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি মাসে প্রবাসীরা দেশে এক হাজার ৭৮০.৫৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছিলেন।

চলতি ২০২১-২২ অর্থবছরের প্রথম আট মাসে বাংলাদেশে প্রবাসীরা রেমিট্যান্স হিসেবে ১৩.৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পাঠিয়েছেন। বাংলাদেশে অর্থবছর সাধারণত ১ জুলাই থেকে হিসাব করা হয়।

এর আগের ২০২০-২১ অর্থবছরে একই সময় ব্যবধানে প্রবাসীরা দেশে পাঠিয়েছিলেন ১৬.৬৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এ সময়ে দেশে রেমিট্যান্সের অভ্যন্তরীণ প্রবাহ ৩.২৫ বিলিয়ন ইউএস ডলার কমেছে।

মঙ্গলবার (১ মার্চ) বাংলাদেশ ব্যাংক থেকে প্রকাশিত তথ্যে দেখা গেছে, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশি প্রবাসীরা ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এক হাজার ৪৯৬.০৯ মিলিয়ন ইউএস ডলার রেমিট্যান্স পাঠিয়েছেন। এর আগের মাস জানুয়ারিতে এক হাজার ৭০৪.৫৩ মিলিয়ন এবং ডিসেম্বরে এক হাজার ৬৩০.৬৬ মিলিয়ন ইউএস ডলার পাঠান প্রবাসীরা।



রুশ মুদ্রা রুবলের রেকর্ড দরপতন

রাশিয়ার মুদ্রা রুবলের দাম সোমবার রেকর্ড পরিমাণ কমেছে। সাময়িক ক্ষতি পোষাতে দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক “কী ইন্টারেস্ট রেট” সাড়ে ৯% থেকে বাড়িয়ে ২০% করেছে।

ইউক্রেনে হামলা চালানোয় কয়েকটি রুশ ব্যাংককে সুইফট ব্যবস্থা থেকে বাদ দিতে শনিবার একমত হয় পশ্চিমা দেশগুলো। এছাড়া রাশিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সম্পদও বাজেয়াপ্ত করতে একমত হয়েছে তারা।

পশ্চিমারা আশা করছে, রুবল দুর্বল হয়ে পড়লে মূল্যস্ফীতি বাড়বে। এতে জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে গিয়ে রুশ নাগরিকরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠতে পারেন।

সোমবার দিনের শুরুতে এক ডলারের বিপরীতে রুবলের মান ছিল ১০০.৯৬। হামলা শুরুর আগের দিন বুধবার যেটা ছিল ৮৩.৫। আর এক ইউরোর বিপরীতে রুবলের মান ছিল ১১৩.৫২। বুধবার যা ছিল ৯৩.৫।

